বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

*) প্রহসন হিসাবে সার্থকতা :

অতি সাধারণ ভাবে বলা যায়, নাট্যকাহিনী গুরুগম্ভীর কোন বিষয় নিয়ে রচিত হলে ট্র্যাজেডি হয়। আর যদি হাল্কা-লঘু-চপল কাহিনী নিয়ে রচিত হয় কমেডি। এখন কমেডির অনেক ভাগ রয়েছে। যেমন — রোমান্টিক কমেডি, ট্র্যাজি কমেডি, ইত্যাদি। এই কমেডিরই রুচি ও মান যখন তলানিতে এসে ঠেকে তা থেকেই ~~ক~~ প্রহসনের জন্ম বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ প্রহসন হল কমেডিরই একটি ভাগ — যা অত্যন্ত নিম্নমানের। ইংরেজী 'Farce' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'প্রহসন' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রহসন মূলত: হাস্যরসপ্রধান স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক। যেখানে সমাজ ও ব্যক্তিচরিত্রের অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। পূর্ণাঙ্গ নাটকে যেখানে নিটোল কাহিনী, কাহিনীর বিস্তার ও জটিলতা, গভীর জীবনবোধ, চরিত্রের সুসঙ্গতা থাকে, — প্রহসনে তা থাকে না। প্রহসনের কাহিনী নকশাধর্মী এবং চরিত্রগুলি টাইপধর্মী হয়ে থাকে। যাইহোক উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা প্রহসনের কিছু বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে উপস্থাপন করলাম —

১। গঠন আঙ্গিক : সংস্কৃত প্রহসন দুটি অঙ্কে গঠিত হত। আবার প্রতিটি অঙ্কে থাকতো দুটি করে দৃশ্য। বাংলা প্রহসনের এরকম কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এক্ষেত্রে কাহিনী একটি বা দুটি অঙ্ক হতে পারে। দৃশ্য সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

২। রস : প্রহসনের মূল রস হবে হাস্যরস। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা স্থূল হাস্যরস। তবে অঙ্গীরস হিসাবে কৌতুক, করুণ ইত্যাদি রস থাকতে পারে। হাস্যরস সৃজন করতে গিয়ে নাট্যকার সমাজ ও ব্যক্তিচরিত্র নিয়ে নানা সিচুয়েশান তৈরী করেন। আবার সংলাপের মধ্য দিয়েও হাস্যরস সৃষ্টিতে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

৩। বিষয়বস্তু : সমকালীন সমাজের অসংগতিমূলক ঘটনা (যেমন — পাপাচার, অনাচার, কুসংস্কার ইত্যাদি). এবং ব্যক্তিচরিত্রের অসংগতি (যেমন ভণ্ডামি, যৌনলালসা ইত্যাদি) -কে আশ্রয় করে প্রহসনের বিষয়বস্তু রচিত হয়। তবে স্ফুট এখানে নকশাধর্মী।

৪। চরিত্র : প্রহসনের চরিত্রগুলি হয় টাইপধর্মী। সমাজের বিশেষশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে তারা। চরিত্রের বিকাশ হয় না, থাকে না সামগ্রিকতাও। এক্ষেত্রে চরিত্রের বিশেষ একটি দিকের প্রতি নজর দেওয়া হয়।

৫। সংলাপ : প্রহসনের সংলাপ হয় সাধারণত : ব্যঙ্গাত্মক, তীর্যকধর্মী। চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ ব্যবহৃত হয়। নাট্যকার সংলাপ রচনাতে অত্যন্ত সচেতন। কারণ সংলাপের উপরই প্রহসনের সার্থকতা।

৬) উদ্দেশ্য : প্রহসন রচনার উদ্দেশ্য মূলত: দুটি — ক) ব্যক্তি- সমাজ চরিত্রের সংশোধন, এবং খ) আমোদিক তুষ্টিভোগ।

বাংলা সার্থক মৌলিক নাটকের পদযাত্রা শুরু যেমন মধুসূদনের হাত ধরেই, তেমনি একঅর্থে সার্থক মৌলিক প্রহসনের পদযাত্রাও মধুসূদনের হাতেই। মধুসূদন মাত্র দুটি প্রহসন রচনা করেছেন — ক) — একেই কি বলে সভ্যতা; খ) বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ। প্রথমটিতে ইয়ংবেঙ্গলদের অতি আধুনিকতা এবং দ্বিতীয়টিতে সনাতনপন্থী হিন্দুধর্মের বৃদ্ধতান্ত্রিক নারীলোলুপতাকে আক্রমণ করেছেন। যাইহোক আমাদের আলোচ্য বিষয় - বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ~~সার্থক~~ প্রহসন হিসাবে সার্থক কিনা। আমরা প্রহসনের বৈশিষ্ট্যগুলি সামনে রেখে তা বিচার করবো।

মধুসূদন দত্ত ১৮৬০ খ্রী: দুটি প্রহসন রচনা করেন। একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। আমাদের আলোচ্য বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট। প্রথম অঙ্কে ২ টি দৃশ্য এবং ২-য় অঙ্কেও দুটি দৃশ্য। অর্থাৎ দুটি অঙ্কের মধ্যে মোট ৪ টি দৃশ্য বর্তমান।

প্রহসনের মূলরস হয় হাস্যরস। হাস্যরস আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন — Fun (কৌতুক), Wit - (বুদ্ধিদীপ্ত হাস্য), Humour (অশ্রুসজল হাসি), Sateire

(রসপ্রধান প্রহসন)। আলোচ্য প্রহসনে মূলত বুড়ো বয়সে ভক্তপ্রসাদের ইন্দ্রিয় আসক্তি তথা লাম্পট্যকে মধুসূদন ব্যঙ্গাত্মক ভাবে উপস্থাপন করেছেন। ভক্তপ্রসাদের চরিত্র ও কিছু সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রহসনটি সরস করে তুলেছেন। লাম্পট্যের যে কোন বিরতি নেই তা নিখুঁতভাবে প্রকাশ পেয়েছে ভক্তপ্রসাদের চরিত্রে। যেমন ভক্তপ্রসাদ সম্পর্কে গদাধরের উক্তি উক্তি —

"নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায় কিন্তু তাদের
মেয়েদের নিলে কিছু হয়না। বাঃ! বাঃ!"

—— এছাড়া প্রহসনের মধ্যে কিছু Fun এবং Houmour আছে। দরিদ্র কৃষক হানিফ গাজির কাতর অনুনয়-বিনয় খাজনা মাফের জন্য — হিউমার দৃষ্টান্ত। আর ভক্তপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে চাকর-বাকরেরা গদিতে বসার দৃষ্টান্ত — Fun এর দৃষ্টান্ত।

প্রহসনের বিষয় সমকালীন সমস্যাজর্জরিত সমাজ ও ব্যক্তি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় ভণ্ড ধার্মিক, নিষ্ঠুর জমিদার, লাম্পট্য জমিদার ইত্যাদির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া কিংবা তাকে অজস্র পাওয়া যায়। মধুসূদন এই বিষয়কে হাতিয়ার করে আলোচ্য প্রহসনটি রচনা করেছেন।

প্রহসনে চরিত্রগুলি মূলত টাইপধর্মী হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো চরিত্রের বিকাশ বা পরিবর্তন হয় না।

ADDITIONAL SHEET

Signature of the invigilator

Roll No.

অবশ্য কথায় খাদ্যের প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকলেও না। নিজেদের স্বার্থের জন্যই এ দ্বিচারিণী চরিত্র সব [illegible]। যে সমাজ [illegible] তাইনা [illegible] করাতে না অনুভব দিয়ে [illegible] এবং প্রতি সমাজসংস্কারের ভূমিকা কল্পনা করতে পারে। তাছাড়া এই প্রহসনের অন্যান্য টাইপ চরিত্রগুলি হল — অনৃতাচার্য, [illegible], পণ্ডিত আড়ম্বর বাচস্পতি, বামন [illegible], কুলপালক, [illegible], ঘটক, — [illegible] প্রভৃতি। — এরা সবাই নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্যে অধিকারী।

প্রহসনের সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা সংলাপের মধ্যে দিয়েই চরিত্রগুলি সজীব, জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর তা করতে গেলে চরিত্রানুযায়ী সংলাপ হতে হবে। আলোচ্য প্রহসনের চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ দিয়েছেন নাট্যকার। উদরপরায়ণ, পঞ্চানন বাচস্পতি, অনৃতাচার্য, ঘটক প্রভৃতির সংলাপে সবজন্য বৈশিষ্ট্য আছে — তা একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে। যেমন —

১। উদরপরায়ণ —

২। বাচস্পতি —

৩। অনৃতাচার্য —

৪। ঘটক —

{এখানে যেকোন সংলাপ দিতে হবে। আমার মনে পড়ছে না। বই কাছে নেই, তাই ——}

মধুসূদনের আসলে প্রহসনের উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতি — সমাজ সংস্কারিনা, ব্যঙ্গাত্মক ছবি অঙ্কন তৈরি করানো। মূলত বুড়ো বয়সে লাম্পট্যের স্বরূপ উন্মোচন করে ব্যক্তি বা সমাজকে সচেতন করাই এই প্রহসনের মূল উদ্দেশ্য।

উপরিউক্ত আলোচনাতে আমরা স্পষ্টই দেখতে পেলাম যে, একটি সার্থক প্রহসনে যা যা বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী, আমাদের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে সবই তা স্বমহিমায় রয়েছে। সুতরাং উপসংহারে আমরা মধুসূদনের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন নাটকটিকে সার্থক প্রহসনের মর্যাদা দিতেই পারি।